মুত্তাকীর গুনাবলি

21-April-2023

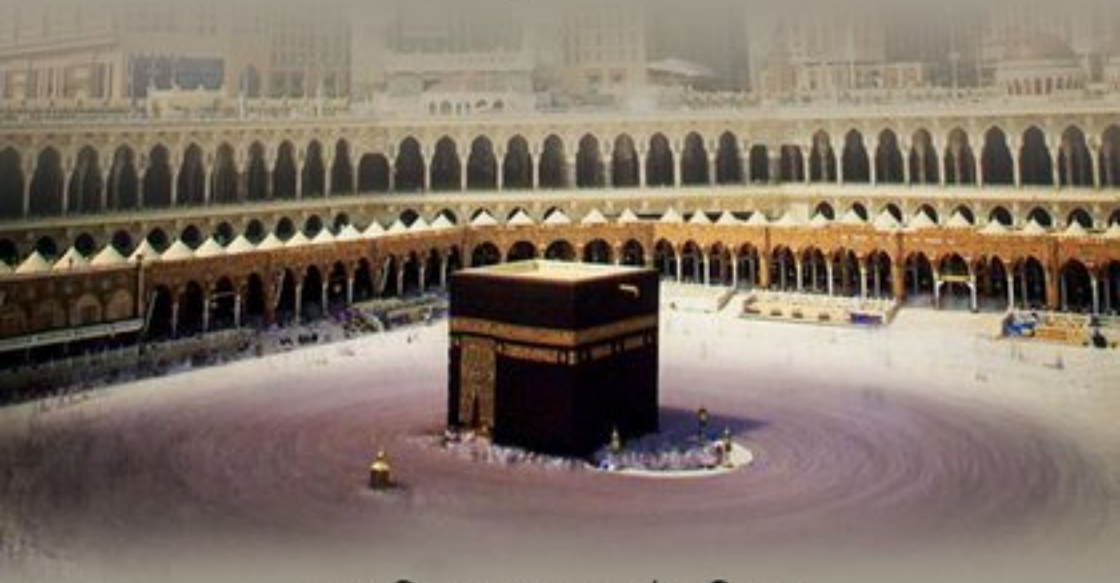

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَت অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর ভালোবাসা পোষণকারী যখন মিলিত হয় এবং

www.dawateislami.net

করমর্দন করে আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(মুসনাদে আবি ইয়ালা, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, ৯৫/৭, হাদীস ২৯৫১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি সুন্দর উপদেশ

সাহাবীয়ে রাসুল হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, একদা একজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: يَارَسُوْلَ اللّٰه! اَوْصِنِى অর্থাৎ হে আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে উপদেশ দিন! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ৩টি উপদেশ প্রদান

www.dawateislami.net

করেন, তন্মধ্যে ২টি উপদেশ হলো: (১) عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ তোমার উপর তাকওয়াকে আবশ্যক (করে নাও), কেননা নিশ্চয় তাকওয়া হলো সমস্ত কল্যাণের সমষ্টি। (২) وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ نُوْرٌ لَّكَ আর তোমাদের উপর আল্লাহর যিকির আবশ্যক (করে নাও), কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের যিকির তোমাদের জন্য নুর হবে। **(মুসনাদে আবী ইয়ালা, ১/৩২৪, হাদীস ১০০১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হায়! আমরাও যেনো উপদেশ গ্রহনকারী হই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে দেখার বিষয়, সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অভ্যাস কতই না সুন্দর, এই সম্মানিত মনিষীগণ রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে উপদেশ গ্রহণ করতেন। নিজেরাই আবেদন করতেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে উপদেশ প্রদান করুন!" আজ আমাদের অবস্থা কি? আমরা যদি কোন আলিমে দ্বীনের খেদমতে উপস্থিত হই, আল্লাহ ওয়ালাগণের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন করি তবে আমরা কি করি? সেলফি নিতে থাকি।

আল্লাহ পাক আমাদের হেদায়েত নসীব করুন। হাদীসে পাকে রয়েছে: اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ হিকমত মুসলমানের গুপ্ত ধনভান্ডার। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, ৬৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৬৯)** আপনি কি কখনো এমন লোক দেখেছেন, যার কোন খুবই মূল্যবান জিনিস হারিয়ে গেছে আর সে মানুষের সাথে সেলফি নেয়াতে ব্যস্ত রয়েছে? না দেখেননি, এমনটি হয়ও না। যার কোন মূল্যবান জিনিস হারিয়ে যায়, তার মুখের রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়, সে দিকবিদিক ঘুরতে থাকে, মানুষের নিকট তার মূল্যবান জিনিসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা

করতে থাকে, পাবলিসিটি করায়: যদি কেউ আমার অমুক জিনিস দেখে থাকেন, তবে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

একটু ভেবে দেখুন তো! প্রজ্ঞা হলো একজন মুসলমানের গুপ্ত ধনভান্ডার, আমাদের তো উচিৎ, হিকমতের বাণী শিখার জন্য ব্যাকুল থাকা, যখনই কোথাও হিকমতের বাণী বর্ণনাকারী পাবো, তার সেলফি নেয়ার পরিবর্তে তার কাছ থেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বাণী শিখা, করজোড়ে আরয করা: জনাব! আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। হায়! যদি আমরা এমন হয়ে যেতাম।

তাকওয়াই প্রত্যেক কল্যাণের মূল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপদেশপ্রার্থী সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ৩টি উপদেশ দিয়েছেন, যার মধ্যে ২টি আমরা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি: (১) তাকওয়া অবলম্বন করো, কেননা তাকওয়া সকল কল্যাণের সমষ্টি। (২) আল্লাহর যিকিরকে আবশ্যক করে নাও, কেননা এটি তোমাদের জন্য নূর হবে।

এই হাদীসে পাক থেকে আল্লাহর যিকিরের ফযীলতও জানা হলো এবং পাশাপাশি এটাও জানা গেলো, তাকওয়া হলো সকল কল্যাণের সমষ্টি, যার এই দৌলত নসীব হয়ে গেলো যেনো তার সকল কল্যাণ নসীব হয়ে গেলো। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে প্রিয়! তোমার জানা উচিৎ, তাকওয়া একটি বিরল ধনভান্ডার, যদি তুমি এই ধনভান্ডার অর্জন করতে সফল হয়ে যাও তবে তুমি অনেক বড় সফলতা অর্জন করে নিবে, মনে করো যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ তাকওয়ার মধ্যেই সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। **(মিনহাজুল আবেদীন, ১১৫ পৃষ্ঠা)**

মুত্তাকীর জন্য বিভিন্ন পুরস্কার ও সুসংবাদ

ওলামাগণ বলেন: আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে মুত্তাকীর অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন ও তাদের অনেক সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন; ✶ মুত্তাকী বান্দার আল্লাহ পাকের বিশেষ সাহায্য ও সহায়তা নসীব হয়ে থাকে। ✶ তাকওয়া সম্পন্না ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান পায়। ✶ তাকওয়াবানকে জ্ঞানও দেয়া হয়, প্রজ্ঞাও দেয়া হয়। ✶ আল্লাহ পাক তাকওয়াবানগণের গুনাহ মুছে দেন। ✶ তাদের মহান প্রতিদান দান করেন। ✶ তাকওয়াবানগণের মাগফিরাত ও ক্ষমা করে দেয়া হয়। ✶ আল্লাহ পাক তাকওয়াবানগণেরকে সহজতা দান করেন। ✶ তাদের কাজে সুবিধা ও নমনীয়তা রাখা হয়। ✶ মুত্তাকী ব্যক্তি দুঃখ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। ✶ মুত্তাকী ব্যক্তিকে দুনিয়ায় প্রশস্ত রিযিক দান করা হয়। ✶ তাকওয়াবানরা আখিরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। ✶ তাকওয়াবানকে ইবাদতের তৌফিক দেয়া হয়। ✶ আল্লাহ পাক তাদেরকে গুনাহ থেকে নিরাপদ রাখেন। ✶ মুত্তাকী ব্যক্তি তার লক্ষ্যে সফলতা অর্জন করে নেয়। ✶ আল্লাহ পাক তাকওয়াবানগণের সততার সাক্ষ্য দেন। ✶ তাদের আল্লাহ পাকের ভালোবাসা নসীব হয়। ✶ তাকওয়াবানগণের ইবাদত কবুল হয়। ✶ তাকওয়াবানরা বেদনা ও ভয় থেকে মুক্তি পায়। ✶ আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। ✶ সর্বোপরি মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে উচ্চ মর্যাদা অর্জনে সফল হয়ে যায়।

(নদরাতুন নাঈম, ৪/১১২০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য উপদেশ

একবার এক মুরীদ তাঁর পীরে সাহেবের খেদমতে আরয করলো: জনাব! আমাকে কোন উপদেশ প্রদান করুন! পীর সাহেব বললেন: আমি তোমাকে আল্লাহ পাকের ঐ উপদেশ প্রদান করছি, যা আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে করেছেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয়ই আমি তাকীদ দিয়েছি তাদেরকে, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকেও; যেন (তোমরা) আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।

হে আশিকানে রাসূল! একটু ভাবুন তো! আল্লাহ হলেন বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আল্লাহ পাক সকল জাহানের পালনকর্তা, আল্লাহ পাক বান্দাদের জন্য সবচেয়ে বড় মেহেরবান ও দয়ালু, সেই আল্লাহ পাক বান্দাদেরকে তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তাকওয়া ব্যতীত অন্য কিছু বান্দার জন্য বেশি উপকারী, বেশি কল্যাণকর হতো তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অবশ্যই তারই প্রতি জোর তাগিদ দিতেন। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকওয়া অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে তাকওয়ারই হুকুম দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা গেলো, আল্লাহ পাকের নিকট বান্দার গুণাবলীর মধ্যে সসচেয়ে উত্তম গুণ হলো তাকওয়া।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় কে?

সকল মুসলমানের প্রিয় আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা তৈয়্যবা তাহেরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার কোনো

কিছুতেই খুশি হননি আর মুত্তাকী ও পরহেযগার লোক ব্যতীত কেউ তাঁকে খুশি করতে পারেনি। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আয়েশা, ১০/১১২, হাদীস ২৫১৩২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সমস্ত সম্মান তাকওয়ার মাঝেই নিহিত

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সেই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু।

এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো, আল্লাহ পাকের দরবারে সম্মান ও ফযীলতের মানদন্ড বংশ নয় বরং পরহেযগারীতা, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ, তারা যেনো বংশ নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীতা অবলম্বন করে যাতে আল্লাহ পাকের দরবারে তার সম্মান ও মর্যাদা নসীব হয়।

(সীরাতুল জিনান, পারা ২৬, সূরা হুজরাত, ১৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৪৪৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! এটি কত উত্তম গুণাবলী ★ যা আল্লাহ পাক তাকওয়ার মাঝেই রেখেছেন। ★ তাকওয়া হলো সমস্ত কল্যাণের মূল। ★ পূর্ববর্তী ও পরবর্তি সকলকে তাকওয়ারই উপদেশ দেয়া হয়েছে। ★ তাকওয়াবানের প্রতিই প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিক খুশি হন। ★ তাকওয়াই হলো সম্মানের আসল মানদন্ড। আমাদেরও উচিৎ, এমন মহান সম্পদ অর্জন করা অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বনের চেষ্টা করা।

তাকওয়াই সর্বোত্তম পাথেয়

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوٰی

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর পাথেয় সঙ্গে নাও। যেহেতু সর্বাধিক উত্তম পাথেয় হচ্ছে- খোদাভীরুতা

এই আয়াতে মুবারাকায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখনই সফরে বের হবে তখন পাথেয় সাথে নিয়ে যাও আর সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। বিশেষকরে আমরা সবাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্দিষ্ট যেই সফর করবো, অর্থাৎ পরকালের সফর, এই সফরের তো মূল পাথেয় হলো তাকওয়া। ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه লিখেন: কারো প্রিয়জন ইন্তিকাল করলো তখন সে তার দাফনের পর কবরে একটি শিক্ষণীয় পংক্তি লিখলো:

لَیْسَ زَاد سِوَی التُّقَا   فَخُذِیْ مِنْهُ اَوْ دُعِیْ

এই সফরের পাথেয় শুধু তাকওয়া, এখন তোমার ইচ্ছা তাকওয়া অবলম্বন করো বা না করো! **(মিনহাজুল আবেদীন, ১২০ পৃষ্ঠা)**

তাকওয়াবানগণের গুণাবলীর বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাকওয়ার মহা মূল্যবান সম্পদ নসীব করুন। আমরা কিভাবে তাকওয়া অর্জন করবো? এর জন্য আসুন! তাকওয়াবানগণের কিছু গুণাবলী এই নিয়্যতে শ্রবণ করি, যেনো আমরাও এই মহান গুণাবলী অবলম্বন করে মুত্তাকী হওয়ার চেষ্টা করবো। اِنْ شَآءَ اللّٰه

(১) তাকওয়াবানগণের প্রথম গুণ: সন্দেহ যুক্ত বিষয় এড়িয়ে চলা

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لَابَاْسَ بِهٖ حَذَراً لِمَا بِهِ الْبَاْسُ অর্থাৎ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নাজায়িযের মধ্যে পড়ার ভয়ে জায়িয কাজও ছেড়ে দিবে না।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহ্দ, ৬৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪২১৫)

উদ্দেশ্য হলো, একটি কাজ, যা সম্পূর্ণরূপে জায়িয, তা করাতে কোন গুনাহ নেই কিন্তু আশংকা রয়েছে যে, যদি বান্দা এই কাজ করে তবে কোন নাজায়িয কাজে পতিত হবে, এই আশঙ্কার কারণে সেই জায়িয কাজটিও না করা, এটা তাকওয়াবানগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক গুণ, তা ব্যতীত বান্দা মুত্তাকী হতে পারবে না।

ইমাম ইবনে সিরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাকওয়া

ইমাম ইবনে সিরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার যুগের অনেক বড় ইমাম ছিলেন, আল্লাহ পাক তাঁকে স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞানে অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। ইমাম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: ইমাম ইবনে সিরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট ঘি এর ৪০টি পাত্র (অর্থাৎ টিনের এক ধরনের চারকোনা পাত্র যাতে বর্তমানে ঘি তেল ইত্যাদি এসে থাকে) ছিলো, তাঁকে খাদেম বললো: এই পাত্র গুলোর মধ্যে একটি থেকে মৃত ইঁদুর বের হয়ে এসেছে কিন্তু আমি জানিনা যে, সেই পাত্র কোনটি।

এখন দেখুন! সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেলো, ৪০টির মধ্যে ৩৯টি সম্পূর্ণ পবিত্র, মৃত ইঁদুর শুধু একটিতে পাওয়া গেছে, কিন্তু এটা জানা নেই যে, সেই একটি পাত্র কোনটি, অতএব অবশিষ্ট ৩৯টির প্রতিও সন্দেহ এসে

গেলো, ব্যস এই সন্দেহের কারণে ইমা ইবনে সিরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪০টি পাত্রের কোন একটিরও ঘি ব্যবহার করেননি। **(রিসালায়ে কুশাইরীয়া, তাকওয়ার বর্ণনা, ১৪৩ পৃষ্ঠা)** কেনো ব্যবহার করেননি? حَذْرًا لِمَا بِهِ الْبَاْسُ অথার্ৎ এই ভয়ে যে, আমি নাজায়িয কাজে যেনো পতিত হয়ে যাই, এমন যেনো না হয় যে, আমি যেই পাত্র থেকে ঘি ব্যবহার করবো, এটি সেটি ছিলো, যা থেকে ইঁদুর বের হয়েছিলো।

এটাই হলো তাকওয়াবানগণের উন্নত গুণ, এই পবিত্র মনিষীগণ আল্লাহ পাককে খুব বেশি ভয় করে থাকে, খোদাভীতির কারণে গুনাহের কাছেও যেতেন না, এমনকি এমন জায়িয কাজ যা করার কারণে গুনাহে পড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে, সেই জায়িয কাজ থেকেও দূরে থাকতেন।

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাকওয়া

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে বেলায়তের অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করেছিন, একবার হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফররত ছিলেন, পথিমধ্যে একটি জায়গায় অবস্থান করলেন, মুরীদরাও সাথে ছিলো, হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের জামা ধৌত করলেন, মুরীদরা আরয করলো: জনাব! জামাটি সামনের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিন যাতে শুকিয়ে যায়। বললেন: না! এটা যার দেয়াল তার কাছ থেকে আমি অনুমতি নেইনি। মুরীদরা আরয করলো: তবে তা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিই? বললেন: গাছের ডালে পাখিরা বসে, আমি পাখিদের থেকে তাদের বসার স্থান কেড়ে নিতে পারি না। মুরীদরা আরয করলো: জনাব! তবে জামা মুবারকটি আমরা ঘাসের উপর বিছিয়ে দিই? বললেন: না! ঘাস

www.dawateislami.net

প্রাণীদের খাদ্য, আমি তাদের খাবার তাদের থেকে ঢেকে রাখতে পারি না। অবশেষে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর জামা মুবারক নিজের পিঠের রাখলেন এবং নিজের পিঠকে সূর্যের দিকে করে দিলেন, এমনকি জামা মুবারকটি শুকিয়ে গেলো। **(রিসালায়ে কুশাইরীয়া, তাকওয়ার বর্ণনা, ১৪৪ পৃষ্ঠা)**

سُبْحٰنَ الله! এটাই হলো তাকওয়া...!! ভাবুন তো! আল্লাহ পাকের এই নেক বান্দারা কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতেন, গুনে গুনে কদম ফেলতেন যে, এমন যেনো না হয় আমি গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেলাম। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তাকওয়া ও পরহেযগারীতা নসীব করো। এই নেককার লোকদের জীবনি পড়লে নিজের প্রতি লজ্জা অনুভব হতে থাকে, আমাদের সমাজে তো এমন সতর্কতার নাম গন্ধও পাওয়া যায় না, তবে আল্লাহ পাক যাদের উপর দয়া করেন তারা ব্যতীত!

যেমন; ✸ আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে, কি শিশু, কি যুবক ফেইসবুক খুলে ব্যস তাতেই লেগে থাকে, অথচ সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে গুনাহের সম্ভাবনা নয় বরং সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, অনেক কঠিন যে, মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ার অবাধ ব্যবহার করবে আর কুদৃষ্টি ও এমনই অন্যান্য মারাত্মক গুনাহ থেকে বিরত রইলো। এর মানে এই নয় যে, সোশ্যাল মিডিয়ার বিশুদ্ধ ব্যবহারও নিষেধ, ফেইসবুক, ওয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব ইত্যাদির ভালো দিকও রয়েছে এবং অনেকেই এর বিশুদ্ধ ব্যবহারও করছে, তবে তাকওয়া এটাই যে, যার আসলেই বিষয়গুলোর প্রয়োজন রয়েছে, সে প্রয়োজন অনুযায়ীই ব্যবহার করবে, অন্যথায় নিরাপত্তা এতেই যে, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকা, কেননা এর মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ✸ অনুরূপভাবে

www.dawateislami.net

একটি খুবই সাধারণ উদাহরণ হলো এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে চলা, আমাদের সময়ে এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে চলা খুবই উদ্বেকজনক, সড়কে বড় বড় সাইনবোর্ড লাগানো থাকে, তাতে বেপর্দা মহিলাদের ছবিও থাকে বরং এখন তো এস.এম.ডি এসে গেছে সড়কে বিজ্ঞাপনের জন্য রীতিমতো ভিডিও চলতে থাকে, তাতে মহিলারাও থাকে, এদিক সেদিক তাকানো, চোখ তুলে হাঁটা যদিওবা জায়িজ (অর্থাৎ এতে কোন গুনাহ নেই) কিন্তু এর কারণে কুদৃষ্টির গুনাহের মধ্যে পতিত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে। অতএব তাকওয়া এটাই যে, মানুষ দৃষ্টি নত করে হাঁটবে এবং চলাফেরার সুন্নাত পদ্ধতিও এটাই। মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী মুফতি মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টি সংযত রাখার অনেক উৎসাহ ছিলো, তিনি প্রয়োজনের জন্য মোটর সাইকেল রেখেছিলেন কিন্তু তিনি এই কারণে মোটর সাইকেল বিক্রি করে দিলেন যে, সড়কে মোটর সাইকেল চালানোর সময় দৃষ্টিকে নত রাখা যায় না এবং কুদৃষ্টিতে পতিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

سُبْحٰنَ الله! এটাই হলো তাকওয়া! আল্লাহ পাক আমাদেরও তাকওয়ার নেয়ামত নসীব করুন।

পরহেযগারিতা সহজ একটি আমল

এই বিষয়গুলো শুনে হয়তো মনে হচ্ছে যে, মুত্তাকী ও পরহেযগার হওয়া খুবই কঠিন, এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আসলেই মুত্তাকী হওয়া তো কঠিন কিন্তু এক হিসেব দেখলে তা খুবই সহজও, হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পরহেযগারীর চেয়ে সহজ কোন কাজ নেই, ব্যস যা তোমার অন্তর সায় দেয় না তা বর্জন করো। **(রিসালায়ে কুশাইরীয়া,**

বাবুল ওয়ারু, ১৪৮ পৃষ্ঠা) (অর্থাৎ যেই কাজের ব্যাপারে শতভাগ জানা নেই যে, এই কাজটি সম্পূর্ণ জায়িয এবং এর ফলে গুনাহে পতিত হওয়ার কোনো আশঙ্কাও নেই, সেই কাজের ব্যাপারে যতক্ষণ শরয়ী নির্দেশনা নিবো না, ততক্ষণ সেই কাজ করবো না!

নেক বান্দাদের একটি অন্যতম গুণ

ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়াতের আলোকে কোন কাজের সুস্পষ্ট আদেশ সম্পর্কে অবহিত হবে না, ততক্ষণ সেই কাজ করতেন না। **(তাম্বিহুল মুগতারীন, ২২ পৃষ্ঠা)**

হায়! আমরাও যেনো এই অভ্যাসটি গড়ে নিই, যতক্ষণ শরীয়াতের আলোকে কোন কাজের আদেশ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাবো না, ততক্ষণ সেই কাজ করবো না। সৌভাগ্য হয়! যদি আমরা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের নাম্বার নিজের কাছে সংরক্ষণ করে নিই, যখনই কোন বিষয়ে সন্দেহ হবে, সাথে সাথেই মুফতি সাহেব থেকে নির্দেশনা নিয়ে নিবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর আই,টি ডিপার্টমেন্ট দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত নামে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনও চালু করেছে, এতে অনেক ফতোয়া বিদ্যমান রয়েছে এবং অসংখ্য ইলমে দ্বীন সম্বলিত বিষয়বস্তু এই একটি অ্যাপ্লিকেশনেই রয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার মোবাইলে ইন্সটল করে নিন, নিজে উপকৃত হোন এবং অপরকেও এর উৎসাহ দিন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

তাকওয়াবানগণের ৪টি গুণ

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, আমিরুল মুমিনীন হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: তাকওয়া হলো ৪টি বিষয়ের সমষ্টির নাম: (১) اَلۡخَوۡفُ مِنَ الۡجَلِیۡلِ (অর্থাৎ খোদাভীতি) (২) اَلۡعَمَلُ بِالتَّنۡزِیۡل (অর্থাৎ কুরআনে করীমের উপর আমল করা) (৩) اَلۡقَنَاعَۃُ بِالۡقَلِیۡلِ (অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট থাকা) (৪) اَلۡاِسۡتِعۡدَادُ لِیَوۡمِ الرَّحِیۡلِ (অর্থাৎ আখিরাতের সফরের প্রস্তুতি নিতে থাকা)।

(বুস্তানুল আরেফিন, তাকওয়ার বর্ণনা, ১০৭ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ এই ৪টি গুণ যেই সৌভাগ্যবান পেয়ে যায়, সে মুত্তাকী হয়ে যায়।

(১) খোদাভীতি

খোদাভীতি হলো একটি লাগাম, যা মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে, যদি এই লাগাম ছিঁড়ে যায় অথবা ঢিলে হয়ে যায় (অর্থাৎ অন্তরে খোদাভীতি না থাকে), তবে মানুষ গুনাহের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যায়, অতএব খোদাভীতি তাকওয়াবানগণের খুবই প্রয়োজনীয় গুণ।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খোদাভীতি

বর্ণিত আছে: একদা হযরত ইয়াযিদ রাক্কাশী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: আমাকে কিছু উপদেশ দিন! হযরত ইয়াযিদ রাক্কাশী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: হে আমিরুল মুমিনীন! আপনিই প্রথম খলীফা নন, যার মৃত্যু আসবে (অর্থাৎ আপনার পূর্বেও অনেকে বাদশাহ হয়েছেন)। একথা শুনে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাঁদতে লাগলেন, অতঃপর বললেন: আরো উপদেশ দিন! হযরত ইয়াযিদ রাক্কাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আপনার থেকে শুরু করে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام পর্যন্ত আপনার যতো পূর্বপুরুষ রয়েছে, তাঁদের মধ্যে কেউই এখন জীবিত নেই। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আবারো কাঁদলেন ও বললেন: আরো উপদেশ দিন! হযরত ইয়াযিদ রাক্কাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে কোন মঞ্জিল নেই (অর্থাৎ আমাদের ঠিকানা হয়তো জাহান্নাম অথবা জান্নাত, এছাড়া আর কোন জায়গা নেই)। একথা শুনে তো হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাঝে খোদাভীতি প্রবল আকার ধারন করলো এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। **(তাম্বিহুল মুগতারীন, ৪৯ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! দেখুন! কেমন খোদাভীতি। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলীফা ছিলেন, তাঁর নিকট সম্রাজ্য ছিলো, মুকুট ও সিংহাসন ছিলো, ক্ষমতা ছিলো, এসব এমন বিষয় যা সাধারণত মানুষকে অবাধ্য বানিয়ে দেয়, সম্রাজ্য, পদবী, ক্ষমতা পেয়ে গেলে তো মানুষ গুনাহের প্রতি দুঃসাহসী হয়ে যায়, কিন্তু হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলীফা হওয়ার পূর্বেও মুত্তাকী, খলিফা হওয়ার পরও মুত্তাকী ছিলেন, তিনি তাঁর শাসনামলে অত্যাচার করেননি, মানুষের অধিকার পদদলিত করেননি বরং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কেনো? এই কারণেই যে, হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্তরে খোদাভীতি পরিপূর্ণরূপে ছিলো।

খোদাভীতি কিভাবে অর্জিত হবে?

জানা গেলো, গুনাহ থেকে বাঁচতে ও তাকওয়া অর্জনের জন্য খোদাভীতি খুবই জরুরী। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও খোদাভীতির নেয়ামত নসীব করুন। খোদাভীতি অর্জনের জন্য ✶ কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস করা, বিশেষকরে যেসব আয়াতে আল্লাহ পাকের আযাবের, জাহান্নামের, কিয়ামতের আলোচনা রয়েছে, সেসব আয়াতের অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করে মনে গেঁথে নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে বারবার সেই আয়াতের তিলাওয়াত করতে থাকা। ✶ হাদীস শরীফে খোদাভীতির বর্ণনা রয়েছে, এরূপ হাদীস পড়তে থাকা। ✶ খোদাভীতি সম্বলিত কিতাব অধ্যয়ন করা। ✶ খোদাভীতি সম্পন্ন বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনি পাঠ করা। ✶ টাইম টেবিল বানিয়ে প্রতিদিন বা কমপক্ষে সপ্তাহে একবার কবরস্থানে উপস্থিত হওয়া, সেখানে ফাতিহা শরীফও পাঠ করা আর সেই সাথে এই বিষয়েও ভাবা যে, অতিশীঘ্রই আমাকেও কবরে আসতে হবে, তখন আমার অসহায়ত্বের অবস্থা কেমন হবে? অতঃপর কবরের অবস্থাদীর প্রতি চিন্তাভাবনা করা। اِنْ شَآءَ الله খোদাভীতির দৌলত নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) কুরআনের উপর আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের চতুর্থ খলীফা হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাকওয়াবানগণের ৪টি গুণ বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে দ্বিতীয় গুণটি হলো: اَلْعَمَلُ بِالتَّنْزِيْلِ অর্থাৎ কুরআনে করীমের উপর আমল করা।

www.dawateislami.net

এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত জরুরী গুণ, আজকাল এমন অনেক লোক পাওয়া যায়, যারা নিজেদেরকে বড় পরহেযগার, সুফি আর জানিনা কি কি বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু বাস্তবে তারা অজ্ঞ হয়ে থাকে, কুরআনে করীম বুঝা, এর উপর আমল করা তো দূরের কথা, বিশুদ্ধভাবে পড়তেও জানে না, সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ এবং নিজেকে সুফি হিসেবে প্রকাশ করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। তাকওয়াবানগণের ইমাম হযরত জুনায়িদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের কিতাব (অর্থাৎ কুরআনে করীম) সকল কিতাবের সর্দার, আমাদের শরীয়াত সবচেয়ে স্পষ্ট শরীয়াত আর আমাদের (অর্থাৎ তাকওয়াবানগণের) পথ কিতাব ও সুন্নাহর সাথে আবদ্ধ, ব্যস যারা কুরআনে করীম জানে না, যারা হাদীসে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মনে রাখে না, না এর অর্থ বুঝে, তার অনুসরণ করা সঠিক নয়। **(তাম্বিহুল মুগতারীন, ২০ পৃষ্ঠা)**

ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার এমনই এক বাবা আমার নিকট আসলো, তার সাথে তার চেলাও ছিলো, সেই ব্যক্তি তো ছিলো অজ্ঞ, কিন্তু ফানা ও বেঁচে থাকা সম্পর্কে কথা বলে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতো, আমি তাকে বললাম: অযু ও নামাযের ফরয বলুন তো! এবার সে বেঁকে গেলো এবং বললো: আমি প্রকাশ্য শরীয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ। ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি বললাম; হে ব্যক্তি! যতক্ষণ কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান শিখবে না, ততক্ষণ বান্দা সঠিক পদ্ধতিতে ইবাদত করতে পারে না, যে ব্যক্তি ওয়াজিব ও মুস্তাহাব, মাকরূহ ও হারামের পার্থক্যই জানে না, সে তো গন্ডমূর্খ, তাকে অনুসরণ করা কিভাবে সঠিক হবে? ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার এই কথা শুনে সে হতবাক হয়ে

www.dawateislami.net

গেলো, সে কোন উত্তর দিতে পারলো না নিজের জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলো। **(তাম্বিহুল মুগতারীন, ২১ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই বাস্তবতা, যদি আমরা অযু করতে না জানি, নামায পড়তে না জানি, পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মাসআলা না জানি, আল্লাহ পাক আমাকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন? কোন বিষয় নিষেধ করেছেন? জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল কি? জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া আমল কি? শয়তান কিভাবে আক্রমণ করে? তার আক্রমন থেকে কিভাবে বাঁচা যায়? যতক্ষণ আমরা এই বিষয়গুলো জানবো না, আমরা শয়তানের কৌশল থেকে কিভাবে বাঁচবো? যখন শয়তানের কৌশল থেকে বাঁচতে পারবো না তো গুনাহ কিভাবে ছাড়বো? যখন গুনাহ ছাড়বো না তো তাকওয়া কিভাবে নসীব হবে? তাকওয়া তো এটাই যে, বান্দা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। তাই মুত্তাকী হওয়ার জন্য, পরহেযগার হওয়ার জন্য, এর জন্য জরুরী যে, ইলমে দ্বীন শিখা, কুরআনে করীম পড়তে শিখা, তা বুঝা, হাদীস পড়া, সুন্নাত শিখা, ফরজ উলুম শিখা, অতঃপর এর উপর আমলও করা।

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ: প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী সারা বিশ্বে কুরআন ও সুন্নাতের বার্তা প্রচারে নিয়োজিত রয়েছে, নেক নামাযি হতে, তিলাওয়াতের আগ্রহ পেতে, তাকওয়াবানগণের গুণাবলী পেতে, কুরআন শিখা ও তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়তে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি

পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজেও স্বতঃফূর্তভাবে অংশ নিন! اِنْ شَآءَ الله অন্তর আলোকিত হবে, কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতির মানসিকতা সৃষ্টি হবে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে। যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআন আরবী ভাষায় প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে আরবী বাচনভঙ্গিতে পড়ার নির্দেশ কিছুটা এভাবে ইরশাদ করেছেন: اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَب۔ অর্থাৎ কুরআনকে আরবি বাচনভঙ্গিতে পাঠ করো। **(নাওয়াদিরুল উসুল, ২/২৪২)** কিন্তু দূর্ভাগ্য! বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে আরবী বাচনভঙ্গিতে এখন কুরআন পাঠকারী খুবই কম। ح، ه، ذ، ز، ظ، ض، ث، س، ص، ع، ء، এর মধ্যে পার্থক্য করে পাঠকারী অনেক কমে গেছে। মনে রাখবেন! বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কুরআন পাঠ করা ফরয, লাহনে জলি (অর্থাৎ একটি হরফকে আরেকটি হরফের মাধ্যমে পরিবর্তন করার কারণে) যদি অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, তবে নামাযও ভঙ্গ হয়ে যাবে। অতএব এই কারণেই ঐ সকল ইসলামী ভাই যারা বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কুরআনে করীম পড়তে জানে না, তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার অধীনে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কুরআনে করীম পড়া ও শিখানোর ব্যবস্থা করা হয়। কেননা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهٗ۔ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে কুরআনের শিক্ষা অর্জন করে এবং অপরকে এর শিক্ষা দেয়। **(বুখারী, ১২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০১৭)**

প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা বিভিন্ন স্থানে যেমন; মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার ও ঘর ইত্যাদিতে লাগানো হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় বয়স্ক ইসলামী ভাইদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে মাদানী কায়দা এবং কুরআনে করীম ফিসাবিলিল্লাহ পড়ানো হয়। দেশে অসংখ্য প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা রয়েছে, যেখানে পাঠরতদের সংখ্যাও লক্ষাধিক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামী আমাদের এসব কিছু শিক্ষা দেয়। ☆ নামায শিখতে ফয়যানে নামায কোর্স করে নিন! ☆ ফরয জ্ঞান শিখতে ফরয উলুম কোর্স করে নিন! ☆ নেক নামাযি হওয়ার জন্য আমল সংশোধন কোর্স করে নিন ☆ কুরআনে করীম শিখতে চান প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অংশগ্রহনের অভ্যাস করে নিন ☆ আলেম হতে চান, জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে যান ☆ ফয়যান অনলাইন একাডেমির মাধ্যমে অনলাইন কোর্স করে নিন ☆ মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله জীবন সজ্জিত হবে, সুন্নাত শিখার সুযোগ হবে, অন্তরে ইশকে রাসূল বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ নসীব হবে।

(৩) অল্পেতুষ্টি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাকওয়াবানগণের গুণাবলী যা মুসলমানদের চতুর্থ খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে তৃতীয় গুণটি হলো: اَلْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيْل অর্থাৎ অল্পতে তুষ্ট হওয়া।

www.dawateislami.net

অল্পেতৃষ্টি অর্থাৎ ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা। এটাও তাকওয়ার জন্য মৌলিক গুণ, যার অল্পেতুষ্টিতা নসীব হয়না, তার গুনাহ থেকে বিরত থাকা খুবই কঠিন হয়ে থাকে, এমন অসংখ্য গুনাহ রয়েছে যা লোভ ও লালসার কারণেই হয়ে থাকে ★ লোভের কারণেই ঘুষের লেনদেন হয়ে থাকে ★ লোভের কারণেই সুদের লেনদেন হয়ে থাকে ★ লোভের কারণেই হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জন করা হয় ★ লোভে পড়েই মানুষ এতিমের হক ক্ষুন্ন করে ★ লোভে পড়েই ভাই ভাইকে হত্যা করে ★ এমনকি কিছু লোভী প্রকৃতির লোক অমুসলিম দেশে যাওয়ার জন্য নিজেকে কাফেরও লিখে দেয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের বন্টনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে অল্পেতুষ্ট হবেনা, তার গুনাহ থেকে বিরত থাকা খুবই কঠিন আর যে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না, সে মুত্তাকী কিভাবে হবে?

অল্পেতুষ্টি সম্পর্কে তাকওয়াবানগণের ২টি ঘটনা

✸ হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লবণ ও সিরকা দিয়ে রুটি খেতেন, তিনি বলতেন: যে বান্দা এতটুকুতে দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে সে মানুষের সামনে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। **(তাম্বিহুল মুগতারিন, ১০০ পৃষ্ঠা)** ✸ হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আজকের যুগে যে ব্যক্তি যবের রুটির উপর অল্পেতুষ্ট হবে না, সে অপমান ও লাঞ্ছনায় লিপ্ত হয়ে যায়। একবার এক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে আরয করলো: আমি কি সম্পদ সঞ্চয় করতে পারি? তিনি বললেন: সম্পদ সঞ্চয় করার মধ্যে ৫টি মন্দ দিক রয়েছে: (১) এতে আশা দীর্ঘায়িত হয় (অথচ আমাদের এক মুহুর্তেরও ভরসা নেই যে,

www.dawateislami.net

জানিনা কখন মৃত্যু আসবে?) (২) সম্পদ সঞ্চয় করাতে লোভ বৃদ্ধি পায় (৩) সম্পদ সঞ্চয়ের কারণে কৃপণতা বৃদ্ধি পায় (৪) সম্পদ সঞ্চয়ের কারণে বান্দা আখিরাতকে ভুলে যায় ও উদাসীনতায় পতিত হয়, (৫) সম্পদ সঞ্চয়ের একটি বড় আপদ হলো যে, বান্দার পরহেযগারিতা লোপ পায়। **(তাম্বিহুল মুগতারিন, ১০০ পৃষ্ঠা)**

অল্পেতুষ্টির সংক্ষিপ্ত ফযীলত

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সম্পদের লোভ থেকে নিরাপদ রাখুন। ☆ অল্পেতুষ্টি (অর্থাৎ আল্লাহ পাক যা দিয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া) অনেক বড় নেয়ামত ☆ অল্পেতুষ্টতা হলো সুন্নাতে মুস্তফা ☆ অল্পেতুষ্টতা হলো সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পদ্ধতি ☆ অল্পেতুষ্টতা আউলিয়ায়ে কিরামের পদ্ধতি ☆ অল্পেতুষ্টতা অবলম্বনকারী ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রিয় ☆ অল্পেতুষ্টায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জিত হয় ☆ অল্পতুষ্টির বরকতে কবর ও হাশরে সহজতা নসীব হয় ☆ এবং অল্পেতুষ্টতা জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কাজ।

(৪) আখিরাতের প্রস্তুতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের চতুর্থ খলীফা, আমিরুল মুমিনীন মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাকওয়াবানগণের চতুর্থ গুণ এটা বলেছেন: اَلْاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيْل অর্থাৎ এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার দিনের প্রস্তুতি নেয়া।

মৃত্যুর দিনকে ভয় করো...!!

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

وَاتَّقُوْا یَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِیْهِ اِلَى اللّٰهِ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ভয় করো ওই দিনকে, যেদিন আল্লাহর দিকে প্রর্ত্যাবর্তন করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি শিক্ষার বিষয়! আমরা এই পৃথিবীতে অনেক কিছুই করি, ★ বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করি ★ চাকুরী ★ ব্যবসা ★ উপার্জন, খাওয়া ★ বড় বড় প্ল্যানিং করা ★ বাড়ি, বাংলো, সুউচ্চ অট্টালিকা ★ বড় বড় পদের জন্য চেষ্টা তদবীর ইত্যাদি অনেক কিছু করি কিন্তু ভাবার বিষয় হলো, আমরা কি সেদিনের জন্য প্রস্তুতি নিই, যেদিন সবকিছু এখানেই ছেড়ে অন্ধকার কবরে নামতে হবে, হায়! তা কিরূপ অসহায়ত্বের দিন হবে, কতটা অসহায় হবে, যখন হযরত আজরাইল عَلَيْهِ السَّلَام চলে আসবেন, আমাদের প্রিয় আত্মীয়-স্বজন, সন্তান, প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসা পোষণকারী, আমাদের প্রিয় বন্ধু, আমাদের সম্পদ, ব্যাংক ব্যালেন্স ইত্যাদি কোন কাজে আসবে না, প্রিয়জনরা দাঁড়িয়ে দেখবে, মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام রূহ কবয করে নিবেন এবং কেউ কিছু করতে পারবে না। তারপর আমাদেরকে গোসল দেয়া হবে, কাফন পরিধান করিয়ে অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর আমরা থাকবো আর আমাদের আমল থাকবে, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবে না। চিন্তার বিষয়! আমাদেরকে এই পৃথিবীতে কিছু সময় কাটাতে হবে, তাও কতটুকু? আমরা জানি না, হয়তো পরবর্তী নিঃশ্বাস নেয়ারও সুযোগ পাবো না। তবুও আমরা যতটা এই পৃথিবীর জন্য করি?

www.dawateislami.net

ধরুন এতো নয়, এর অর্ধেকই ধরলাম, আমরা কি কবরের জন্য প্রস্তুতি নিই? হয়তো নিতে পারি না।

তাকওয়াবান ও মৃত্যুর প্রস্তুতি

আমাদের পূর্ববর্তীরা (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা, যারা মুত্তাকী ছিলেন, পরহেযগার ছিলেন) তাঁদের শুধুই কবর ও আখিরাতের চিন্তাই থাকতো এবং তাঁরা সর্বদা মৃত্যুর প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত থাকতেন। ✲ খাজা সিররি সাকাতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৯৮ বছর পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, মৃত্যুশয্যা ব্যতীত কেউ তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখেনি, সর্বদা ইবাদত করতেন ✲ মুহাম্মদ জারীরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বছর মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন, কখনো ঘুমাননি, পিঠ সোজা করেননি, পা প্রসারিত করেননি, ফজরের নামায পড়ে আল্লাহর যিকির শুরু করতেন, যোহর হয়ে যেতো, যোহরের পর পুনরায় আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত হয়ে যেতেন, এমনকি আসর হয়ে যেতো, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত, মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত, ইশা থেকে আবারো ফজর পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরই করতে থাকতেন। ✲ হযরত আবু বকর আইয়াশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিদিন ৩০ হাজারবার সূরা ইখলাস পাঠ করতেন, প্রতিদিন ৫০০রাকাত নফল নামায পড়তেন, দিনে কয়েকবার কুরআন খতম করতেন। ✲ ইমাম আযম, ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪০ বছর ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন, প্রতি রাতে ২ রাকাতে কুরআনে করীম খতম করতেন।

অনুমান করুন! আল্লাহ পাকের এই নেক বান্দাগণ কিভাবে সর্বদা নেককাজেই মশগুল থাকতেন, তাঁদের আখিরাতের চিন্তা ছিলো, তাঁরা মৃত্যু এবং কবর ও আখিরাতের স্মরনকারী ছিলেন। হায়! আমরাও যেনো এই

তাকওয়াবানগণের গুণাবলী অবলম্বন করে নিই। হায়! আমরাও যেনো মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়ার তৌফিক পেয়ে যাই। আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খুদ্দামুল মাসাজিদ বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও বেশি বিভাগে দ্বীনি কাজ করছে, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি হলো "খুদ্দামুল মাসাজিদ বিভাগ"। এই বিভাগের অধীনে যেসব এলাকায় মসজিদের প্রয়োজন সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাছাড়া সেগুলো আবাদ করা অর্থাৎ ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খতীব নিয়োগ দেয়া এবং তাঁদের বেতনের ব্যবস্থা করাও এই বিভাগের অধীনে হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই বিভাগ বছরে ৬০০ টিরও বেশি মসজিদ নির্মাণ করছে, অর্থাৎ দৈনিক ২টি মসজিদ নির্মাণ করছে, যা কিনা অনেক বড় একটি অর্জন। এই বিভাগটি আসলে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মসজিদের প্রতি ভালোবাসার ফল, তাঁর মনোবাসনা হলো, মসজিদগুলো যেনো জনবহুল হয়ে যায়, এর অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করা যায় যে, তিনি "দা'ওয়াতে ইসলামী" কে মসজিদ ভরো কার্যক্রম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মাঝে মাঝে সাপ্তাহিক ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় মসজিদ ভরপুর করার উৎসাহ দিতে থাকেন। হায়! আমরাও যেনো আমীর আহলে সুন্নাতের সুন্দর চিন্তাধারা অনুযায়ী মসজিদ নির্মাণ করা এবং মানুষকে একক প্রচেষ্টা করে মসজিদকে লোকে ভরপুর করতে পারি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান সমাপ্ত করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। একদিন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৩বার ইরশাদ করেন: আমার প্রতিনিধির প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত হোক। আরয করা হলো: হুযুর! আপনার প্রতিনিধি কে? ইরশাদ করলেন: আমার সুন্নাতকে ভালোবাসা পোষণকারী এবং অপরকে শিক্ষা প্রদানকারী। **(জামে বয়ানে ইলম, ১/২০১, হাদীস: ২২০)**

সিনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা!
জান্নাত মে পড়োসি মুঝে তুম আপনা বানানা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পানির অপচয় থেকে বাঁচার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "অযুর পদ্ধতি" পুস্তিকা থেকে পানির অপচয় থেকে বাঁচার ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন: (১) ইরশাদ করেন: অযুতে প্রচুর পানি ব্যবহারে কোন কল্যাণ নেই এবং তা শয়তানেরই কাজ। **(কানযুল উম্মাল, ৯/১৪৪, হাদীস ২৬২৫৫)** (২) নবী করীম, রউফুর রহিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে অযু করতে দেখে ইরশাদ করলেন: "অপচয় করো না, অপচয় করো না।" **(সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/২৫৪, হাদীস ৪২৪)** ✶ ওয়াকফের পানি দ্বারা অযু করলে তাতে অযথা অতিরিক্ত খরচ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। **(অযুর পদ্ধতি, ৪২ পৃষ্ঠা)** ✶ অনেকে অঞ্জলিতে এমনিভাবে পানি ঢালে যাতে উপচে পড়ে যায়, অথচ যে পানি পড়ে গেলো তা অনর্থক নষ্ট হয়ে গেলো। তাই পানি ঢালার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

www.dawateislami.net

(অযুর পদ্ধতি, ৪২ পৃষ্ঠা) ✶ আজ পর্যন্ত যত নাজায়িয অপচয় করেছেন, তা থেকে তাওবা করে ভবিষ্যতে বিরত থাকার পূর্ণ চেষ্টা শুরু করে দিন। ✶ অযু করার সময় সাবধানতার সাথে পানির নল চালু করুন। অযুকালীন সময়ে সম্ভব হলে এক হাত নলের ছিপিতে রাখুন এবং প্রয়োজন সেরে বারবার নল বন্ধ করতে থাকুন। ✶ মিসওয়াক, কুলি, গড়গড়া, নাক পরিস্কার, দাঁড়ি ও হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল, মাথা মাসেহ ইত্যাদি করার সময় পানির নল ভালোভাবে বন্ধ রাখুন, যাতে এক ফোঁটা পানিও অযথা নষ্ট না হয়। এভাবে ভালভাবে নল বন্ধ করার অভ্যাস গড়ুন।

ঘোষণা

পানির অপচয় থেকে বাঁচার অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**